শিক্ষক প্রশিক্ষকদের উপযোগী
মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ

পর্ব ৮

সাম্যবাদ ও শিক্ষা
ভারতীয় অভিজ্ঞতা

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ
সি - ২/১০, সফদরজং ডেভলপমেন্ট এরিয়া, শ্রী অরবিন্দ মার্গ
নতুন দিল্লী - ১১০০১৬

অনুবাদক ও প্রকাশক ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

উপদেষ্টা পরিষদ

অধ্যাপক জে. এস. রাজপুত, সভাপতি, এন সি টি ই, নতুন দিল্লী
অধ্যাপক সি. এইচ. কে. মিশ্র, পরামর্শদাতা, এন সি টি ই, নতুন দিল্লী

পর্ব রচয়িতা

পর্ব ৬ ঃ ডঃ আর. এল. ফুতেলা, সি আই ই টি, এন সি ই আর টি, নতুন দিল্লী, সহায়তায় শ্রীমতী সন্ধ্যা কুমার, জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয়, নতুন দিল্লী
পর্ব ৭ ঃ ডঃ পি. কে. মিশ্র, রামলাল আনন্দ কলেজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
পর্ব ৮ ঃ ডঃ পি. কে মিশ্র, রামলাল আনন্দ কলেজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়। সহায়তা —শ্রীমতি বন্দনা শর্মা, গবেষিকা
পর্ব ৯ ঃ ডঃ পি. কে. মিশ্র, রামলাল আনন্দ কলেজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়। সহায়তা—শ্রীমতি বন্দনা শর্মা, গবেষিকা

পর্যালোচক

পর্ব ৬ ঃ ডঃ এম. সি. শর্মা, স্কুল অব এডুকেশন, আই জি এন ও ইউ, নতুন দিল্লী
পর্ব ৭ ঃ অধ্যাপক এম. আর. মহান্তি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
পর্ব ৮ ঃ অধ্যাপক এল. এন. মিশ্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
পর্ব ৯ ঃ অধ্যাপক এল. এন. মিশ্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিলিপি সম্পাদনা ঃ বি নটরাজন, আই জি এন ও ইউ, নতুন দিল্লী

ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন, সি - ২/১০ সফদরজং ডেভলপমেন্ট এরিয়া, শ্রী অরবিন্দ মার্গ, নতুন দিল্লী - ১১০০১৬ এর পক্ষে সদস্য সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং নাগরি প্রিন্টার্স, নবীন শাহদ্রা, দিল্লী - ১১০০৩২ দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গানুবাদ প্রকাশনা গ্রন্থসত্ত্ব ঃ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, ২৫/৩ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা - ১৯
বঙ্গানুবাদটি রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে, অধিকর্তা ডঃ মধুসূদন চ্যাটার্জি কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রিন্ট মিডিয়া, ১১/১ দুর্গাপিথুরী লেন, কলিকাতা - ১২ কর্তৃক মুদ্রিত।

মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ সংক্রান্ত নকশার দ্বিতীয় খন্ডের মুখবন্ধ

আমরা আনন্দের সঙ্গে মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ বিষয়ক আরো চারটি পর্বের বর্তমান খন্ডটি শিক্ষক প্রশিক্ষকদের হাতে তুলি দিচ্ছি। একই বিষয়ে ১৯৯৫ - ৯৬ সালে ইংরাজী এবং হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত পাঁচটি পর্ব সমন্বিত প্রথম খন্ডটি সম্পর্কে শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্ত প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট প্রশংসা সূচক ও উৎসাহব্যঞ্জক। এন. সি. টি. ই কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ বিষয়ক প্রকল্পের ব্যাপারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গভীর উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। ইতিবাচক সামাজিক বাণী বহনের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষকদের গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

পূর্ববর্তী খন্ডটিতে, যে পর্বগুলি সন্নিবেশিত হয়েছিল তা হল, — মানবাধিকার সংক্রান্ত সাধারণ ভূমিকা, বুনিয়াদি এবং মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মানবাধিকার, প্রায়োগিক কলাকৌশল এবং নারী শিশুর অধিকার। বর্তমান খন্ডটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে, — **শিশুর অধিকার, গণতন্ত্র,সাম্যবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা**। জাতীয় মূল্যবোধ সংক্রান্ত এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে শিক্ষক-প্রশিক্ষবদের উপযোগী কোনো ধরণের উপাদানই লভ্য নয়। প্রথম পর্বে উপজীব্য বিষয় হল রাষ্ট্রসংঘের সৌজন্যে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক সম্মেলন, শেষ তিনটি পর্বে বিস্তৃতভাবে সাংবিধানিক ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন পর্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিভিন্ন ধারা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা আশা করি এগুলি শিক্ষক প্রশিক্ষকদের কিছুটা আইনি শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপযোগী হবে, যা আমাদের দেশে নাগরিকদের অধিকার এবং কর্তব্যবোধের উন্নত উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয়।

এই পর্ব গুলি রচনার ক্ষেত্রে কতগুলি সমস্যার কথা উল্লেখ করা যায় — যে সমস্ত বিষয় সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত, সেখানে লিখিত উপাদানগুলিতে রচয়িতাদের রাজনৈতিক মতামতের ছাপ অনিচ্ছাকৃতভাবে পড়তে পারে এবং তাতে অনাবশ্যক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটতে পারে। বলা বাহুল্য যে, এই পর্ব গুলিতে যে মতামত ব্যক্ত হয়েছে তা রচয়িতাদের নিজস্ব, এন. সি. টি. ই-র নয়। শিক্ষক প্রশিক্ষকদের মধ্যে মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ সংক্রান্ত সচেতনতার উন্মেষ ঘটানোই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। এও বলে রাখা ভাল যে পূর্ববর্তী খন্ডটির মত এই পর্ব গুলিও পূর্ণাঙ্গ রচনার খসড়া মাত্র। পাঠক/পাঠিকা এবং পেশাদার ব্যক্তিদের কাছ থেকে রচনাগুলির মান উন্নয়নে যে কোনো প্রস্তাব সাদরে আহ্বান করছি।

এই পর্ব গুলির হিন্দী এবং অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ যথাসময়ে প্রকাশ করার পরিকল্পনা আছে।

আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এন. সি. ই . আর. টি, জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত শিক্ষাবিদরা যাঁরা এই পর্বগুলি রচনার জন্য সময় ব্যয় করেছেন এবং আই জি এন ও ইউ, নতুন দিল্লীর ডঃ এন. সি. শর্মা, যিনি এই পর্ব গুলি সম্পাদনা করেছেন তাঁদের সকলের অবদানের কথা স্বীকার করছি। আমি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকদ্বয় এম. আর. মহান্তি এবং এল. এন. মিশ্রের নামও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি যাঁরা অন্যান্য ব্যস্ততার মধ্যেও গণতন্ত্র, সাম্যবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ক পর্বটি গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছেন।

জে. এস. রাজপুত
সভাপতি
এন. সি. টি. ই.
নতুন দিল্লী

অনুবাদকের কথা

মানবাধিকার বর্তমান পৃথিবীতে একটি বহু আলোচিত বিষয়। কিন্তু মানবাধিকারের প্রয়োগ নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যথেষ্ট তৎপর হলেও মানবাধিকারের ব্যাপ্তি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্র বা দিকগুলির বিষয়ে সাধারণ মানুষের ধারণা এখনও আশানুরূপ ভাবে স্পষ্ট নয়। সুতরাং এ বিষয়ে সাধারণ মানুষ যাতে তাদের ছাত্রাবস্থা থেকেই সঠিক ধারণা গড়ে তুলতে পারে তার জন্য সুসংহত প্রচেষ্টা নেওয়ার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষকরা যাতে যথাযথ ভাবে প্রশিক্ষিত হয়ে বিদ্যালয় স্তর থেকেই ছাত্রছাত্রীদেরকে মানবাধিকারের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করতে পারেন তার জন্য এন. সি. টি. ই তথা রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ, নতুন দিল্লী নানা ধরণের পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তারই অঙ্গ হিসাবে এই সংস্থা **''হিউম্যান রাইটস এ্যান্ড ন্যাশনাল ভ্যাল্যুস্ ফর টিচার এডুকেটরস্''** এই শিরোনামের মানবাধিকার সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে দুটি খন্ডে মোট নয়টি পর্ব পুস্তিকাকারে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এন. সি. টি. ই-র অনুরোধক্রমে আমি নিজে ইতি মধ্যেই প্রথম পাঁচটি পর্ব বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছি। এবং রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সেগুলি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছে।

এন. সি. টি. ই পুনরায় অনুরোধ করার ফলে আমি বর্তমান চারটি পর্ব যথাক্রমে— **শিশুর অধিকার, গণতন্ত্র ও শিক্ষা, সাম্যবাদ ও শিক্ষা এবং শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতা** অনুবাদ ও প্রকাশে ব্রতী হয়েছি। এই চারটি পর্ব একত্রে দ্বিতীয় খন্ডে স্থান পেয়েছে। আমার এই প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের মধ্যে মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ সংক্রান্ত সচেতনতার উন্মেষ ঘটানো যাতে তাঁরা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদেরকে মানবাধিকারের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলি প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। এবং এই ভাবেই মানবাধিকারের বিভিন্ন ধরণগুলি বিদ্যালয় স্তরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রোথিত হবে বলে আমি আশা করি। এই সব কারণে আমি নিজেই বর্তমান পর্বগুলি অনুবাদ করার গুরুদায়িত্ব নিয়েছি। নিজের নানা ব্যস্ততা এবং পরিভাষার অপ্রতুলতার জন্য অনুবাদে যদি কোন ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তার দায় একান্তভাবেই আমার উপর ন্যস্ত।

রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক জে. এস. রাজপুত বর্তমান অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যাপারে আমাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেছেন। এর জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বর্তমান পর্বগুলি অনুবাদ ও খসড়া পরিমার্জনের ব্যাপারে আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন শ্রী নিলয় মুখার্জ্জী, ডঃ তীর্থঙ্কর পুরকায়স্থ এবং ডঃ মিতা চক্রবর্তী। এঁদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

নভেম্বর, ১৯৯৮

শিক্ষক প্রশিক্ষকদের উপযোগী
মানবাধিকার এবং জাতীয় মূল্যবোধ

আপনারা এইখানে আছেন

পর্ব ৬	শিশুর অধিকার ডঃ আর.এল.ফুটেলা *(Dr. R.L.Phutela)* সহায়তায় শ্রীমতী সন্ধ্যা কুমার *(Ms.Sandhya Kumar)*
পর্ব ৭	গণতন্ত্র ও শিক্ষা ডঃ পি.কে.মিশ্র *(Dr.P.K.Mishra)*
পর্ব ৮	সাম্যবাদ ও শিক্ষা, ভারতীয় অভিজ্ঞতা ডঃ পি.কে.মিশ্র *(Dr.P.K.Mishra)* সহায়তায় শ্রীমতী বন্দনা শর্মা *(Ms. Vandana Sharma)*
পর্ব ৯	শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা ডঃ পি.কে.মিশ্র *(Dr. P.K.Mishra)* সহায়তায় শ্রীমতী বন্দনা শর্মা *(Ms Vandana Sharma)*

সাধারণ নির্দেশিকা

১. এটি একটি স্বশিক্ষণ উপাদান। প্রতিটি রচনা শুরু হয় তার অবয়ব, উদ্দেশ্যসমূহ এবং ভুমিকা সহ। এগুলি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলি রচনাটির ব্যাপ্তি এবং অভিমুখ সর্ম্পকে আপনাদের অবহিত করে। এগুলি মন দিয়ে পড়ুন। এই রচনাটি নিয়ে যখন কাজ করবেন তখন এগুলি স্মরণ রাখবেন।

২. বিষয়বস্তুকে অংশ ও উপঅংশে চিহ্নিত করে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং তারপর 'আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন' শিরোনামে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। অংশ এবং উপঅংশ গুলি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। অতঃপর আপনাদের উত্তরগুলি পুস্তিকায় শেষে প্রদত্ত ইঙ্গিত থেকে বিচার করুন। আপনারা যদি সঠিক উত্তর দিয়ে থাকেন, ভাল কথা, এগিয়ে যান। অন্যথায় অংশ, উপ-অংশগুলি আবার পড়ুন এবং পুনরায় প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন।

৩. পর্ব গুলির প্রতি পাতায় দুই পাশে দৃষ্টি আকর্ষণী মন্তব্য লিখে রাখা উপকারে আসে। এই জন্য পুস্তিকার প্রতি পাতায় অনেকখানি জায়গা রাখা আছে।

৪. মানবাধিকার শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং এই পাঠ্য বস্তুর রচয়িতাদের মধ্যে বহু আলোচনার উপর ভিত্তি করে প্রথম খসড়া হিসাবে এই রচনাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। একে আরও সমৃদ্ধ করার প্রয়োজন হতে পারে। এন. সি টি. ই তে আপনাদের পাঠান মন্তব্য/প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হবে।

পর্ব ৮

সাম্যবাদ এবং শিক্ষা

ভারতীয় অভিজ্ঞতা

অবয়ব

৮.১ ভূমিকা

এই রচনাটিতে আপনারা ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে সাম্যবাদের তাৎপর্য উপলব্ধি করবেন। আপনারা ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সাম্যবাদের যা অর্থ করা হয়েছে তাও জানতে পারবেন। মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশাত্মক নীতি সম্বলিত অধ্যায়ে সাম্যবাদ সংক্রান্ত ধারাগুলি সম্পর্কেও আপনারা একটি পরিস্কার চিত্র পাবেন। একই সঙ্গে আপনারা জনস্বার্থ মামলায় তার ব্যবহারিক তাৎপর্য লক্ষ্য করবেন। আপনারা সাম্যবাদী মূল্যবোধ এবং শিক্ষাসূচীর আন্তযোগাযোগ সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন। শিক্ষাদান - শিক্ষালাভ প্রক্রিয়ায় সাম্যবাদী মূল্যবোধ সঞ্চারিত করার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা মতামত নির্মাতা হিসেবে নিজস্ব সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও এই মূল্যবোধ সঞ্চারিত করতে সক্ষম হবেন।

৮.২ উদ্দেশ্য

এই রচনাটি পাঠ করার পর আপনারা যে সকল বিষয়ে সক্ষমতা অর্জন করবেন তা হল ঃ

- ভারতবর্ষে সাম্যবাদের প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করা, ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্গত বিভিন্ন সাম্যবাদী ব্যবস্থা বিশেষতঃ
- প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশাত্মক নীতির অন্তর্ভূক্ত ধারাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা;
- শিক্ষা এবং সাম্যবাদী মূল্যবোধের নিকট সম্পর্ককে তুলে ধরা;
- শিক্ষাসূচী পরিকল্পনাকালে শিক্ষাদান - শিক্ষালাভ প্রক্রিয়ায় সাম্যবাদী নীতির প্রয়োগ করা;
- বয়স্ক এবং অব্যাহত শিক্ষাক্রম ইত্যাদির পরিকল্পনায় সাম্যবাদী নীতিতত্ত্বের তাৎপর্য উপলব্ধি করা;

৮.৩ ভারতীয় সভ্যতায় সাম্যবাদের ধারণা

অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতো ভারতবর্ষে আমারাও সেই প্রাচীন কাল থেকে সাম্যবাদী মূল্যবোধ উত্তরাধিকার সূত্রে

অর্জন করেছি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে, বর্ণাশ্রম ধর্ম অবলম্বনের আগে ভারতবর্ষে উপজাতীয় জীবন এবং সংস্কৃতি প্রকৃতি মূলত সাম্যবাদী ছিল। এক উপজাতিভুক্ত বিভিন্ন পরিবার পিতৃতান্ত্রিক অথবা মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় একই সঙ্গে বসবাস করত। তাদের যাযাবর জীবনে খাদ্য এবং আশ্রয়ের সন্ধানে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ইতস্ততঃ বিচরণের সময়ে প্রায় সমস্ত উপজাতিভুক্ত পুরুষ এবং মহিলারা তুলনামূলকভাবে সম অধিকার ভোগ করত।

কৃষিভিত্তিক সমাজ গঠনের পর্যায়ে মানুষ যখন ক্রমশঃ বিভিন্ন নদীর অববাহিকায় প্রারম্ভিকভাবে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে তখনও নানা শাখার মানুষের মধ্যে আপেক্ষিক সমতা বিদ্যমান ছিল। ক্রমে বিভিন্ন বসতিপুঞ্জে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের আবির্ভাব ঘটে এবং সময়ের সাথে সাথে রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই তন্ত্রের নিয়মানুসারে সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষকে রাজা বলে ঘোষণা করা হত।

আমরা যদি প্রাচীন পর্যায়ে রাজতন্ত্রকে গভীরভাবে অনুশীলন করি তাহলে দেখতে পাব যে প্রজাদের সঙ্গে সম এবং সুব্যবহারের মাধ্যমে রাজাকে 'রাজধর্ম' প্রতিপালন করতে হত। পরবর্তী বৈদিক যুগে বর্ণ ব্যবস্থা প্রচলনের সাথে সাথে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের মতো উচ্চবর্ণের মানুষেরা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। সমাজের এক বৃহৎ অংশ, যাদের শূদ্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল, সামাজিক আধারে সবচেয়ে নীচুতলায় স্থান লাভ করে। এই ব্যবস্থাই পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের সামাজিক ব্যবস্থায় দলিত শ্রেণীর জন্ম দেয়। বর্ণ ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে সাম্যবাদী নীতি ক্রমাগত পিছু হটতে থাকে এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উচ্চবর্ণের প্রতিপত্তি অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

অর্থাৎ, আদি পশুপালক স্তরের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় কাজের বিভাজনের ভিত্তিতে সমাজে বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হয়। যেহেতু, তখনও সমাজের বিভিন্ন বর্ণের প্রতি সম আচরণ করা হত, সাম্যবাদী মূল্যবোধ তখনো লুপ্ত হয়ে যায় নি। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে কোনো গুণগত পার্থক্য ছিল না, যদিও পরবর্তীকালে মনু একই অপরাধের জন্য বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিভিন্ন ধরণের বিধান দিয়েছিলেন। ৮.৩.১ অংশে সাম্যবাদের ধারণা ব্যাখ্যা করে হয়েছে।

ইংরেজ রাজত্বের আমলে ঔপনিবেশিক প্রভুরা নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার প্রয়োজনে আমাদের বর্ণ ব্যবস্থাকে নিজস্ব স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ ঔপনিবেশিকরা 'বিভাজন এবং শাসন' নীতির প্রয়োগের স্বার্থে ভারতবর্ষের ধর্মীয় বন্দ্বের সুযোগ নিয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় রাষ্ট্র সংবিধানের নতুন খসড়ায় সাম্যবাদী নীতি সংযোজিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আমাদের সংবিধানে প্রধান সাম্যবাদী ব্যবস্থাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করার আগে সাম্যবাদ ধারণাটির সংজ্ঞা নিরূপণ করা প্রয়োজন। কিন্তু তা করার আগে আমরা একবার নিজেদের পরীক্ষা করে নিই।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ১

মানব সভ্যতার পশুপালক পর্যায়ে সমাজ জীবনে সাম্যবাদী নীতিগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। আপনাদের উত্তর পাঁচ থেকে ছয়টি বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

৮.৩.১ এ সাম্যবাদের অর্থ

সাম্যবাদের ধারণাটি উদ্ভূত হয়েছে 'ইগালাইট' শব্দটি থেকে, যার অর্থ হল মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে আপেক্ষিক সমতা। সভ্যতার আদি পর্যায়ে এই ধরণের সমতা খুবই সাধারণ ঘটনা ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ কিছু মানুষ ক্ষমতার সন্ধানে তাদের আপাত দৈহিক, নৈতিক ও আর্থিক উৎকর্ষের বলে বৃহৎ সংখ্যক মানুষের উপর প্রতিপত্তি কায়েম করতে শুরু করে।

পরিভাষাগত ভাবে সাম্যবাদ এক সমভাবী সমাজের ধারণায় বিশ্বাস করে, যেখানে বাইরের হস্তক্ষেপ মুক্ত হয়ে পুরুষ এবং মহিলারা নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবেন। সমস্ত ধরণের বৈষম্য এবং বিভেদ অপসারণ করাকেও তা পূর্বানুমান রূপে গ্রহণ করে। স্বাভাবিকভাবেই পূর্বতন কিছু সমাজে (কিছু দিন আগে পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নামিবিয়ায়) জাতি বৈষম্যবাদের নীতির অবস্থিতি সাম্যবাদী নীতির কাছে অভিশাপ স্বরূপ।

ফরাসী বিপ্লবের দিশারী রুশো, মন্তেস্কু এবং ভলতেয়ারকে সাম্যবাদের সচেতন ধারণার জন্মদাতা বলা যেতে পারে। যদিও কার্ল মার্ক্স এবং লেনিনের বিখ্যাত রচনাগুলিতে সাম্যবাদের এক মূর্ত অর্থে সামাজিক চেহারা পরিস্ফুট হয়।

ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্জাগরণ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্বে স্বামী বিবেকানন্দ, দাদাভাই নওরজী, এম. এন. রায়, সুভাষচন্দ্র বোস এবং গান্ধীজীর লেখায় সাম্যবাদী মূল্যবোধের বিশেষ স্থান লক্ষ্য করা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সাম্যবাদ মূলতঃ সমতা এবং বৈষম্য বা বিভেদের অনুপস্থিতির ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ২

নিম্নলিখিত পদগুলির কোনটির সঙ্গে সাম্যবাদী সমাজের যোগ আছে? যেকোনো একটিকে চিহ্নিত করুন এবং আপনার নিজের মতামতের স্বপক্ষে দুটি বা তিনটি বাক্য লিখুন।

১) শ্রেণীহীন সমাজ
২) আর্থ সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ
৩) সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ

....

....

....

৮.৩.২. ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং সাম্যবাদী মূল্যবোধ

সংবিধানের প্রস্তাবনা অংশটি ভারতীয় গণতন্ত্রের আত্মাস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে এটি সাম্যবাদী মূল্যবোধের মূর্ত রূপ। প্রস্তাবনার মুখ্য সাম্যবাদী বৈশিষ্ট্য গুলির দিকে সাধারণভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়।

১৯৭৬ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ভারতীয় সংবিধানের এক গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের পর (৪২ তম) এই সংক্রান্ত ধারাগুলি নিম্নরূপ গ্রহণ করে ঃ

> 'আমরা, ভারতবর্ষের অধিবাসীবৃন্দ, দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করছি যে ভারতবর্ষ এক সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র হিসাবে গঠিত হবে এবং সমস্ত নাগরিকের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

- সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায় বিচার;
- চিন্তা, প্রকাশ, বিশ্বাস, মতামত এবং আরাধনার স্বাধীনতা;
- সামাজিক অবস্থান এবং সুযোগের সাম্য ও তা সকলের মধ্যে বিস্তৃত করা;
- ভ্রাতৃত্ব, যা ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতাকে সুনিশ্চিত করবে; আমাদের সাংবিধানিক পরিষদে আজ নভেম্বর মাসের ষষ্ঠদিন, ১৯৪৯ এতদ্বারা আমরা এই সংবিধানটি গ্রহণ, প্রণয়ন এবং আমাদের নিজেদের অর্পন করছি।'

এই সাম্যবাদী বৈশিষ্ট্যগুলির গুরুত্ব পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করার জন্য আমাদের গভীর বিচার বিশ্লেষণের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়নের মাধ্যমে আমরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করতে পারি, যার দ্বারা প্রকৃত অর্থে জনসাধারণের ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হয়।

প্রথমতঃ, প্রস্তাবনায় এ ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত যে আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিরপেক্ষে ভারতীয় জন সাধারণ এক এবং সমস্ত ক্ষমতার চূড়ান্ত উৎস। ১৯৫০ সালে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি পতঞ্জলি শাস্ত্রী জনসাধারণের সার্বভৌম ক্ষমতার যথার্থতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে এক বিখ্যাত রায়ে বলেছিলেন, "প্রস্তাবনায় ব্যক্ত ভারতীয় জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছার প্রয়োগের ক্ষেত্রে জনতা সন্দেহাতীত ভাবে গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করেছে যা নাগরিকদের ব্যক্তির মর্যাদা এবং অন্যান্য কাম্য মানবিক মূল্যবোধকে ব্যক্তির সামগ্রিক মূল্যায়ন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের সোপান হিসাবে নিশ্চিত করে এবং আইনসভা, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক উপায়ে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে নিজেদের জন্য কতগুলি মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত রাখে।"

দ্বিতীয়তঃ, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব— সাম্যবাদী সমাজের এই চারটি মূল নীতি প্রস্তাবনায় সুনিশ্চিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। প্রখ্যাত আইনজ্ঞ এল. এম. সিংভীর ভাষায়, "আমাদের সংবিধানের এই চারটি ধারণাগত লক্ষ্য সংবিধানের মূল্যবোধকে মূর্তরূপ দান করা, তার প্রতিষ্ঠানগুলিকে সজীব এবং কার্যকর করার উদ্দেশ্য রচিত এবং তা শুধুমাত্র রাষ্ট্রের উদ্যোগ ও কর্মই নয় উপরন্তু সমাজ এবং ব্যক্তি নাগরিকের প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করার জন্যও রচিত।" এই লক্ষ্যগুলি আলংকারিক এবং জমকালো শোনাতে পারে কিন্তু সেই কারণে তা কম বাস্তব বা কম জরুরী নয়। লক্ষ্যগুলিকে সুদূর পরাহত মনে হতে পারে কিন্তু তার মধ্যে এক অবিরত আশু জরুরী প্রয়োজনীয়তার ভাবও প্রচ্ছন্ন আছে।

আমাদের সংবিধানের তৃতীয় প্রধান লক্ষ্য হল এক জনকল্যাণকর রাষ্ট্র ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যা সাধারণ মানুষ, যারা স্বাধীনতা লাভের জন্য নজীরবিহীন স্বার্থত্যাগ করেছে তদের উদ্দেশ্য ও আশা আকাঙ্খাকে উর্দ্ধে তুলে ধরবে। প্রস্তাবনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে ভারতীয় জনগণ নিজেরাই নিজেদেরকে এই সংবিধান উপহার দিয়েছে। আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচারের মাধ্যমেই জনকল্যাণকর রাষ্ট্র এবং সাম্যবাদী সমাজের ধারণা বাস্তবায়িত হতে পারে।

এই বিষয়ে যে তিনটি মূল দিকের কথা মনে রাখতে হবে, তা হল ঃ ক) কোনো দেশে আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচারের নির্যাসের মূল্যায়নের একমাত্র নিরিখ হল, রাষ্ট্র সেবাকার্য্যের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীকে কি পরিমাণ ইতিবাচক, বস্তুগত ও স্থায়ী সুবিধা পৌঁছে দিতে পারে তা। অর্থাৎ, আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য এবং বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণ দাবী করে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের সচলতা প্রয়োজনীয়। সাধারণ মানুষ, সমাজের দরিদ্র এবং বঞ্চিত মানুষ, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সামাজিক ও আর্থিক শোষণ মুখ বুজে সহ্য করেছে তার জন্যও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। অতএব, আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচারের নেতিবাচক অর্থ হল সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সুবিধাভোগ সীমায়িত করা এবং ইতিবাচক অর্থে তা হল সমাজের দরিদ্র ও শোষিত মানুষের নিজস্ব অবস্থার উন্নতিসাধন এবং ক্ষমতার উচ্চশিখরে আরোহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

খ) রাজনৈতিক ন্যায়বিচার অপেক্ষা আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার গুণগতভাবে উৎকৃষ্টতর। পণ্ডিত নেহরু বলেছেন, "এই দেশে অথবা পৃথিবীতে যতক্ষণ একজন ব্যক্তিও পরাধীন থাকবে ততদিন কোনো স্বাধীনতা আসবে না। যতদিন উপবাস, ক্ষুধা, পোষাকপরিচ্ছদ, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং প্রতিটি মানুষের উন্নতির সুযোগের অভাব বজায় থাকবে ততদিন পূর্ণ স্বাধীনতা আসবে না।"

গ) অভিজাত শাসক শ্রেণীর স্থায়িত্ব নির্ভর করে সাধারণ মানুষের স্বার্থে আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতার উপর। ভুখা পেটে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটদানের অধিকার অচিরেই এক তামাশায় পর্যবসিত হয়।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণের ভাষায়, "দরিদ্র মানুষ যারা কর্মহীন, মজুরীহীন হয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়, উপবাসে থাকে, এবং যাদের জীবন অবিরত শুধু ক্ষয়ক্ষতির পরম্পরা আর অসহনীয় দারিদ্রে ভরা, তারা সংবিধান বা তার আইনের জন্য গর্বিত হতে পারে না।"

আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশে সামাজিক ন্যায় অর্থনৈতিক ন্যায়ের মতনই সমান গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় সংবিধানের জনক ডঃ আম্বেদকর সাংবিধানিক পরিষদের বিতর্কে সমাপ্তি সূচক মন্তব্যে বলেছেন, "ভিত্তি হিসাবে সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে রাজনৈতিক গণতন্ত্র স্থায়ী হতে পারে না। সামাজিক গণতন্ত্রের অর্থ কি? তার অর্থ এমন এক জীবনচর্যা যা স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বকে স্বীকার করে। এই ত্রয়ীকে বিচ্ছিন্ন করা গণতন্ত্রের লক্ষ্যেরই পরাজয়ের সামিল।" প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব পরস্পরের সঙ্গে গভীর যোগাযোগে আবদ্ধ এবং তাদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়।

সংক্ষেপে, আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় স্পষ্টতঃ আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমতার মত সাম্যবাদী মূল্যবোধের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেখানে এক ন্যায় সম্মত সমাজ প্রতিষ্ঠার আবশ্যিকতার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেখানে কোনো নাগরিক জাতি, বর্ণ বা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের শিকার হবে না।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৩

আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের অর্থগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। প্রতিটি বিষয়ের উপর লেখা ২টি বা ৩টি বাক্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

৮.৩.৩. সাম্যবাদ এবং মৌলিক অধিকার

আমরা আগেই বলেছি যে আমাদের সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায় কয়েকটি বিশেষ ধারায় সাম্যবাদী নীতিতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। এগুলি মৌলিক অধিকার বলে পরিচিত। এই ধারাগুলির মধ্যে কয়েকটির দিকে সংক্ষেপে নজর দেওয়া যাক। এগুলি জনকল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সংবিধানের তৃতীয় অংশে এই মূল নীতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে যে প্রতিটি ব্যক্তি মানুষ হিসাবে কতগুলি অধিকার ভোগের যোগ্য। এই অধিকারগুলি ভোগ করা সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা সংখ্যালঘুর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। এটা স্পষ্ট যে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের অভীষ্ট লক্ষ্য আমাদের দেশ কোনোদিনই অর্জন করতে পারবে না যতদিন না সামাজিক অবস্থান ও সুযোগের সমতা এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। অতএব সংবিধানের ১৪ নং ধারায় আইনের চোখে সকলের সাম্যের অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিরপেক্ষে সকল নাগরিকের সম সুরক্ষাও নিশ্চিত করা হয়েছে। ১৫ নং ধারায় ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থান অথবা এর যে কোনো একটি কারণে জনজীবনে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সাম্যবাদী মূল্যবোধের কথা স্মরণ করে ১৫ নং ধারার ৪নং উপধারায় সামাজিক বা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া যে কোনো শ্রেণীর অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্রকে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

অবশ্যই এই উপধারায় অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা শ্রেণীগুলিকে অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে ব্যর্থতা থেকে গেছে। পূর্ববর্তী সরকারগুলির একটি (নরসিমা রাও এর নেতৃত্বে পরিচালিত) অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীগুলির ও বি সি, মন্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, সংরক্ষণের বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন এবং অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেনীগুলির জন্য ১০% পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যও ঘোষণা করেছিলেন। একই সঙ্গে সরকার পিছিয়ে পড়া জনজাতির অন্তর্ভুক্ত 'স্বচ্ছল স্তর' (Creamy layers) এর জন্য এই সুবিধা প্রদানের বিরুদ্ধে।

সংবিধানের ধারা ১৬, উপধারা ১এ পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানগুলিতে (জেলাপরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত) কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সকল নাগরিক সমান সুযোগ পাবে। ১৬ নং ধারার অন্তর্গত ২নং উপধারায় বলা হয়েছে যে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, বংশোদ্ভবতা, জন্মস্থান, বাসস্থান বা এর যে কোনো একটির কারণে কোনো নাগরিককে ভারতীয় রাষ্ট্রে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অযোগ্য বিবেচনা করা যাবে না বা বৈষম্যের বলি করা যাবে না।

আগেই বলা হয়েছে যে সরকারীভাবে সুপারিশ গ্রহণের পর সুরক্ষামূলক বৈষম্যের নীতি অনুসারে সামাজিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা শ্রেণীগুলির জন্য ৫০% সরকারী পদ সংরক্ষিত রাখা যাবে।

সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে অন্যান্য কতগুলি অধিকারও যুক্ত। ১৭নং ধারায় অস্পৃশ্যতা অবলুপ্ত করা হয়েছে এবং যে কোনো রূপে মানুষকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করা নিষিদ্ধ। অস্পৃশ্যতার অজুহাতে কোনো প্রতিবন্ধ আরোপ করা আইন অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। ১৯ নং ধারায় আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরপেক্ষে সকল নাগরিকের সাতটি অধিকারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধিকারগুলি হল ভাষা, প্রকাশ, শান্তিপূর্ণ জমায়েত, প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ভারতীয় ভূখন্ডে বিচরণ, বাসস্থান, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় এবং যেকোনো জীবিকা বা বাণিজ্যে নিয়োজিত হওয়া সংক্রান্ত। সাম্যবাদী নীতিতত্ত্ব প্রয়োগের স্বার্থে এই অধিকারগুলির উপর যুক্তিযুক্ত সংকোচন আরোপ করার অধিকার রাষ্ট্রের থাকবে যাতে ধনশালী এবং ক্ষমতাবান নাগরিকেরা দরিদ্র এবং পীড়িত নাগরিকদের অধিকারের মূল্যে তা অপব্যবহার করতে না পারে। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য অধিকার হল শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার যা ২৩ এবং ২৪ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের সংবিধানে ব্যক্তি মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং রাষ্ট্র বা সুবিধাভোগী শ্রেণীর দ্বারা যে কোনো ধরণের শোষণের বিরুদ্ধেসাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। শিশুশ্রমিক

প্রথার বিলোপ ও অসদুপায়ে মহিলা পাচার রোধ করা এবং বাল শ্রমিক প্রথা উৎখাত করা সংক্রান্ত ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাবলী এই ধারাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ধারাগুলি এই অর্থে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে এই সকল ব্যবস্থায় নারী ও শিশুদের অমানবিক শোষণের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। ১৪, ১৫, এবং ২৩ ধারায় লিঙ্গ ভিত্তিক সমতাও নিশ্চিত করা হয়েছে।

অতএব উপরে উল্লেখিত সব ব্যবস্থাগুলিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক সাম্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং এই সকল ব্যবস্থাগুলিই মূল সাম্যবাদী মূল্যবোধের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ঃ

ক বিভাগের যথাযথ সংখ্যাটির সঙ্গে খ বিভাগের সঠিক উত্তর মিলিয়ে দিন।

ক বিভাগ	খ বিভাগ
১. সরকারের অধীনস্থ চাকরীক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ এবং সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্যহীনতা	ধারা ১৭
২. অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ	ধারা১৫
৩. লিঙ্গভিত্তিক সমতার অধিকার	ধারা ২৩,২৪
৪. বাধ্যতামূলক শ্রম এবং যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে অধিকার	ধারা ১৪ এবং ১৫

৮.৩.৪. সাম্যবাদ এবং নির্দেশাত্মক নীতি

স্বাধীনতার প্রাক্কালে আমাদের জাতির স্থপতিরা উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতবর্ষের মত একটি অনুন্নত দেশে বিরাট সংখ্যক জনতার কাছে গণতন্ত্র অর্থবহ হতে পারে একমাত্র সামাজিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে। সামাজিক ও আর্থিক গণতন্ত্র গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার্থে নির্দেশাত্মক নীতি সংযোজিত হয়েছে। এক স্থায়ী ও সাম্যবাদী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকল্পে একচেটিয়া কারবার ও ধনসম্পদের কেন্দ্রীভবন সংযত করা, সামাজিক সম্পদের স্বার্থকে উৎসাহিত করা, ভূমি সংস্কার করা, চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কতিপয় সাধু ঘোষণা নির্দেশাত্মক নীতির অন্তর্গত করা হয়েছিল। নির্দেশগুলি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির প্রতি পরিচালন পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু মূল নীতি মেনে চলার আদেশ স্বরূপ।

সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কিত এই নির্দেশগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ব্যবস্থার কথা বিশ্লেষণ করা যাক।

৩৮ নং ধারায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা নিশ্চিত এবং সুরক্ষিত করার মাধ্যমে রাষ্ট্র জনগণের মঙ্গলসাধনের প্রচেষ্টা করবে যেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায় জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বিস্তৃত হবে।

৩৯ নং ধারায় বলা হয়েছে যেরাষ্ট্র নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি নিশ্চিত করার জন্য বিশেষভাবে নিজস্ব নীতির গতিমুখ নির্ধারণ করবে—

ক) সমস্ত নাগরিক অর্থাৎ সকল পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সমভাবে প্রয়োজনীয় জীবনধারণের উপকরণের অধিকার; খ) সাধারণ মঙ্গল সাধনার্থে বস্তুগত সম্পদের মালিকানা ও অধিকার বণ্টন; গ)) সম্পদের এবং উৎপাদনের উপকরণের কেন্দ্রীভবন প্রতিরোধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা যাতে সমাজের কোনো অংশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয়; ঘ) পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই সমপরিমান কাজের জন্য সমপরিমান বেতন।

ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষার্থে ৪২ নং ধারায় 'কাজের ন্যায্য এবং মানবিক পরিবেশ' রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ৪৩ নং ধারায় এক সন্তোষজনক জীবনধারণের মান ও অবসর তথা সামাজিক - সাংস্কৃতিক সুযোগের পূর্ণ উপভোগের কথা বলা হয়েছে।

আমাদের সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ শুধু অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়, যা কারও প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব পোষণ করে না বরং সমস্ত জাতির জন্য শুভেচ্ছার ভিত্তিতে আমাদের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ধারণার উপর আলোকপাত করে। সমস্ত জাতি - ভিত্তিক রাষ্ট্রগুলির সমতার ধারণে ৫১ নং ধারায় প্রস্তাব করা হয়েছে যে ভারত সরকার, "ক) আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা, খ) ন্যায্য ও সম্মানজনক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখা, গ) আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সম্মান এবং চুক্তির প্রতি আনুগত্য (সংঘবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে এবং ঘ) আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার মধ্যস্থতাকে উৎসাহ দানে" চেষ্টা করবে। এইভাবে সাম্যবাদী মূল্যবোধ সম্পর্কিত আমাদের বোধ অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাধা অতিক্রম করে যায় এবং এ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার মতো উন্নয়নশীল দেশের কাছে উদাহরণস্বরূপ। ভারতবর্ষের উদ্যোগেই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন পৃথিবীর বৃহত্তম শান্তি আন্দোলনে পরিগণিত হয়েছে। অতএব পৃথিবী ব্যাপী গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সন্ধানে, ঔপনিবেশিকতা, বর্ণবৈষম্যবাদ এবং জাতিগত বিষয়ে যে কোনো ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতবর্ষ যে নেতৃত্ব দিয়েছে তা তারই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৫

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটির ৩টি বা ৪টি বাক্যে উত্তর দিন

ক) নির্দেশাত্মক নীতিতে সম্পদের কেন্দ্রীভবন রোধে কোন্ কোন্ বিশেষ নির্দেশিকা দেওয়া আছে?

খ) সমাজ-বিরোধীদের হাত থেকে মহিলা ও শিশুদের রক্ষা করার জন্য সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করুন।

৮.৩.৫. সাম্যবাদী নীতিতত্ত্ব এবং জনস্বার্থ মামলা

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে প্রায়শই জনস্বার্থ মামলা রুজু করার মাধ্যমে বৃহত্তর ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সাম্যবাদী ন্যায়ের রক্ষা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে বলা হয়েছে যে জনগণকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় প্রদানের জন্য সরকারের তিনটি প্রধান অঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে কিন্তু নিজেদের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করবে।

স্বাধীনতা উত্তর প্রথম তিন দশকে ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় আইনসভা এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সমস্ত প্রগতিশীল আইন অথবা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের সমর্থনে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক মামলায় যেমন, জমিদারী প্রথার অবলুপ্তি বা রাজন্য ভাতার বিলোপ সাধনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রাথমিক দ্বিধা ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে সাম্যবাদী মূল্যবোধ রক্ষার দাবীর সঙ্গে সংগতি রেখে, বিচার ব্যবস্থা উপরোক্ত প্রগতিশীল আইনগুলিকে সমর্থন করেছে, যার ফলে ধনিক শ্রেণী এবং সামন্ত প্রভুরা সমস্ত রকম বিশেষ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আর্থ-সামাজিক ন্যায়কে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার স্বার্থে, এক যুগান্তকারী মামলায়, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় আমাদের দেশের দরিদ্রতম মানুষের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ১৯৮০ র দশকে সাম্যবাদী মূল্যবোধ ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে, যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল আদালত কর্তৃক জনস্বার্থ মামলার তাৎক্ষণিক গ্রহণে সম্মত হওয়া।

জনস্বার্থ মামলার যৌক্তিকতা

আমাদের দেশে আর্থ-সামাজিক ন্যায়ের বিষয়টিকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে জনগণের কাছে যুক্ত অনেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সামাজিকভাবে ক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা তাঁদের নিজস্ব উদ্যোগে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের সামনে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল কতগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এই বিষয়গুলি প্রধানতঃ সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা নাগরিকদের ন্যায়বিচারে বিলম্ব অথবা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত করার সাথে সম্পৃক্ত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেখানে রাষ্ট্রযন্ত্র দরিদ্রতম মানুষের প্রতি চূড়ান্ত অবিচার করেছে, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় এবং কয়েকটি উচ্চ আদালত নিজেরা সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রগতিশীল রায়দানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। ১৯৭৬ সালে আইন সভায় যখন সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী অনুমোদিত করা হয় তখন ধারা ৩৯ ক এর অন্তর্ভুক্ত প্রাণধারণের অধিকারটি

'সম্মানের সাথে জীবন ধারণ' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হত। এমনকি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের কয়েকজন মহামান্য বিচারপতি নিজেদের রায় দানকালে নতুন ধারণা ও নীতি উদ্ভাবন করেছেন, যা সমাজের দুর্বলতর অংশকে ত্রাণ করতে সমর্থ হয়েছে।

আমরা সকলেই অবগত আছি যে ভারতীয় সমাজে অ্যাংলো-স্যাক্সন বিচার প্রক্রিয়া অবিচারকেই দীর্ঘস্থায়ী করে যেহেতু বিবাদমান পক্ষের মধ্যে প্রায়শই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিস্তর ফারাক থাকে। বিচার ব্যবস্থায় এ জাতীয় প্রতিকূল নীতির উপস্থিতির কারণে বঞ্চনা সহ্য করে এসেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। এ ছাড়াও আইন সম্পর্কে অজ্ঞানতা, দারিদ্র, অর্থনৈতিক বঞ্চনা, ও সামাজিক অক্ষমতা এক অসম সমাজে ন্যায় বিচার লাভ করার পক্ষে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক প্রগতিশীল বিচারপতি সুবিধাভোগীদের প্রতি পক্ষপাতদোষে দুষ্ট অতএব স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা জনস্বার্থ মামলা গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। কোনো কোনো বিচারক গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত নিয়মকানুন শিথিল করেছেন এবং শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে প্রেরিত তৃতীয় পক্ষের (জনগণ সম্পর্কে উৎসাহী নাগরিক, সামাজিকভাবে ক্রিয়াশীল ব্যক্তি বা কোনো সামাজিক সংগঠন) চিঠির ভিত্তিতেই মামলা গ্রহণ করেছেন। এই চিঠিগুলিকে রিট আবেদনে পরিবর্তিত করা হয়েছে ও তার ভিত্তিতে বাদী পক্ষের শুনানী মঞ্জুর করা হয়েছে এবং বিবাদী পক্ষকে মামলায় নিষ্পত্তির জন্য নোটিশ পাঠান হয়েছে। বিবাদী পক্ষে যেমন ব্যক্তি-নাগরিক তেমন ঠিকাদার বা সরকারও থেকেছে।।

১৯৮০ থেকে শুরু করে আজ অবধি আমরা বহু সংখ্যক জনস্বার্থ মামলার সন্ধান পাই যা পরিস্কারভাবে দরিদ্র এবং কম সুবিধাভোগী সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার পক্ষে দাঁড়িয়েছে এবং সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ও লোভী জমিদার/ঠিকেদার অথবা কোনো সরকারী সংস্থা কর্তৃক সংগঠিত অমানবিক শোষণের হাত থেকে তাদের সুরক্ষা সাধন মারফৎ ন্যায় বিচার দান করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় ১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে একাধিক রাজ্যে বাড়ীর মালিকদের অন্যায্য দাবীর বিরুদ্ধে ভাড়াটিয়াদের অধিকারের স্বপক্ষে রায় দান করেন।

আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, "আমাদের কাছে এটি পরিহাসের মত মনে হয় যে কৃষি জমির উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ আইনকে এমনভাবে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে যে তা সাম্যের সুনিশ্চিতিকে ধ্বংস করছে, যদিও এই আইনগুলির বাস্তব উদ্দেশ্য এবং আইন নির্ধারিত অর্থ কৃষিজমির মালিকানার ক্ষেত্রে অসমতা দূর করা"। এইভাবে জমিদার গোষ্ঠীর তীব্র বিরোধিতা স্বত্বেও সর্বোচ্চ আদালত বিভিন্ন রাজ্যসরকার দ্বারা প্রণীত জমির উর্দ্ধসীমা নির্ধারক প্রগতিশীল আইনগুলির স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছে।

প্রভাবশালী শিল্প গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অধিকারের প্রবক্তা হিসেবে আদালত নিজেকে প্রমাণিত করেছে। মূল রায়দান পর্বে বিচারক পি. এন. ভগবতী কোনো সংস্থা বা কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার আগে শ্রমিকদের বক্তব্য শোনার অধিকারের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। তাঁর মতে, যে কোনো উদ্যোগে সাফল্যের জন্য শ্রমিকেরাও সমভাবে দায়ী যেহেতু উৎপাদন মূলধন ও শ্রম উভয়ের উপরেই নির্ভরশীল এবং দুয়ের কোনোটিই অন্যটির থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়।

অতএব, বাস্তবে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত নিজস্ব উদ্যোগে কর্মসুবিধাভোগী শ্রমিক, কৃষক, রিক্সাচালক এবং বিচারাধীন বন্দীদের অধিকার রক্ষা করেছে। অনেক সময়ই আদালতের হস্তক্ষেপে রাষ্ট্র বিনা খরচে আইনী পরামর্শ যুগিয়েছে।

কিছু কিছু জনস্বার্থ মামলায় প্রশাসনিক গলদের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য দৃষ্টান্তমূলক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিচারকেরা বাজী তৈরী অথবা রঞ্জকের মত বিপজ্জনক কারখানায় শিশু শ্রমিক নিয়োগের বিরুদ্ধে আদেশ দিয়েছেন। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী রায়ে তাঁরা হরিয়ানায় বেআইনিভাবে অসৎ ঠিকাদারদের হাতে, বন্দী দাস শ্রমিকদের মুক্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সরকারকে মাত্র তিনমাসের মধ্যে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সাম্যবাদী নীতিতত্ত্বের অন্যতম অংশ হিসেবে লিঙ্গ ভিত্তিক ন্যায় বিচারকে স্বীকৃতি দান করে ১৯৮৩ সালে জুলাই মাসে সর্বোচ্চ আদালত বধূ পোড়ানোর ঘটনাকে "জঘন্যতম অপরাধের অন্যতম" বলে ঘোষণা করেন এবং উপযুক্ত শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দান করেন।

একটি জনস্বার্থ মামলা সংক্রান্ত রিট আবেদনের সূত্রে আরো একটি নজীর সৃষ্টিকারী রায়ে ১৯৮৭ সালের ২২ শে সেপ্টেম্বর আদালত গঙ্গাবক্ষে শিল্পের অপরিশোধিত বাহ্য পদার্থ নিক্ষেপের দায়ে কানপুরের ৩০টি "চামড়ার কারখানাকে

বন্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় ঘোষণাকালে বিচারপতি কে. এন. সিং মন্তব্য করেন, ''যে শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি প্রদান করতে পারেনা, তার যেমন টিকে থাকার কোনো শর্ত নেই, তেমনই কোনো চামড়া পরিশোধনের কারখানাকে, জনগণের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার কারণে টিকে থাকার অনুমতি দেওয়া যায় না। চামড়ার কারখানা সংলগ্ন এলাকার বেশীর ভাগ মানুষই দরিদ্র এবং তারা বিপজ্জনক অপরিশোধিত গঙ্গা জলের প্রভাবাধীন''।

কম সুবিধাভোগীদের পক্ষে আরও একটি যুগান্তকারী রায় (১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯) দেওয়া হয়েছিল ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার শিকারদের তরফে রুজু করা এক জনস্বার্থসংক্রান্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে। ১৯৮৯ সালের ৩১ শে মার্চের এই বিয়োগান্তক ঘটনাটিতে ২০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল এবং আরও সাড়ে পাঁচ লক্ষ মানুষ পঙ্গু হয়েছিল— যাদের মধ্যে বেশীরভাগই ইউনিয়ন কার্বাইডের কারখানার নিকটে বসবাসকারী দরিদ্র শ্রমিক। আদালত আমেরিকার ইউ নিয়ন কার্বাইড কোম্পানী এবং পৃথিবীর বৃহত্তম শিল্প দুর্ঘটনার দরিদ্র ভুক্তভোগীদের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ৪৭০ মিলিয়ন আমেরিকান ডলারের রফা স্থির করেন।

সাম্প্রতিক কালের আরও একটি যুগান্তকারী রায়ে ১৯৯২ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর আদালত মন্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুসারে সামাজিকভাবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা শ্রেণীর মানুষের জন্য পূর্ববর্তী ভি পি সিং সরকারের ২৭ % সরকারী চাকুরী সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছেন। কিন্তু আদালত তথাকথিত অগ্রসর বর্ণের অন্তর্গত আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের জন্য আরও ১০ % চাকুরী সংরক্ষণের জন্য নরসিমা রাও সরকারের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়েছেন। অবশ্য আদালত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সংরক্ষণ শুধুমাত্র প্রাথমিকভাবে চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে, চাকুরীর উন্নতির ক্ষেত্রে কোনো অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত 'স্বচ্ছল স্তর' চিহ্নিত করার মাপকাঠি নির্ধারণ করার নির্দেশও দিয়েছেন যাতে তাদের চাকুরীকে সংরক্ষণের আওতার বাইরে রাখা যায়।।

১৯৯২ সালের ৩০ শে জুলাই জনস্বার্থ মামলায় আরো একটি নজীর সৃষ্টিকারী রায়ে বিচারপতি কুলদীপ সিং মন্তব্য করেন যে ''ব্যক্তির মর্যাদাপূর্ণ জীবনধারণের অধিকার শিক্ষার অধিকার ব্যতিরেকে সুরক্ষিত করা যায় না।'' ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত শিক্ষায়তনে মাথা পিছু কর (Capitation fee) আদায় বাতিল করে কর্নাটক এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেল কলেজে তা বহাল রাখার সরকারী দাবী খারিজ করে আদালত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে ''মাথাপিছু কর (যার ভিত্তিতে মেধাহীন ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্ত্তি হয়) 'স্পষ্টতঃ শ্রেণী পক্ষপাত' কায়েম করে, যেহেতু তার ফলে ধনীর সন্তানরা ভর্ত্তি হওয়ার সুযোগ পায় এবং তুলনামূলকভাবে অধিকতর মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্রেরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়'।

১৯৯০ এর দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় হাজতে মৃত্যু, বধূ পোড়ানো এবং থানায় ধর্ষণের ঘটনাগুলির দিকে নজর দিতে শুরু করেন। আদালত পুলিশকে শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে ধৃত কোনো ব্যক্তিকে হাতকড়া না লাগাতে নির্দেশ দেয়। আদালত আরও নির্দেশ দেয় যে কোনো মহিলাকে সন্ধ্যার পর থানায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। ১৯৯৩ সালে সর্বোচ্চ আদালত হজরতবাল মসজিদে আটক নিরপরাধ মানুষের অধিকারের পক্ষে রায় দান করেন। একই বছরে আদালত, বহুকোটি টাকার সম্পদ সম্পন্ন শিল্প সংস্থাগুলি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়, যদি তারা যমুনার জল দূষিত করা এবং তাজমহলের অস্তিত্ব বিপন্ন করা থেকে বিরত না হয়। ১৯৯৪ সালে এক রায় প্রায় ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল — আদালত সামরিক বাহিনীর অধ্যক্ষকে সৈন্যবাহিনীর এক আধিকারিকের বিধবা স্ত্রী এবং তাঁর দুই সন্তানের জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ জারী করেন। প্রায় ১৬ বছর আগে কর্তৃপক্ষের ''গুরুতর অবহেলা এবং দায়িত্বহীনতা'' -র কারণে উক্ত আধিকারিকের মৃত্যু ঘটেছিল।

দরিদ্র এবং শোষিত মানুষের উপর জনস্বার্থ মামলার তাৎপর্য্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্বোচ্চ আদালতের বেশীর ভাগ সিদ্ধান্তই কম সুবিধাভোগী, দুর্বল এবং অজ্ঞান মানুষের স্বপক্ষে থেকেছে।

ভি. আর. কৃষ্ণ আইয়ার এবং পি. এন. ভগবতীর মত বিচারকেরা দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সংস্কারের লক্ষ্যে যুগান্তকারী রায়দানের মারফৎ সাম্যবাদী ন্যায়বিচারের আশাকে উজ্জ্বল করেছেন।

জনস্বার্থ মামলা, বিশেষতঃ সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর অধিকারের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে এক নতুন আইনী দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্বাস মেলে ধরেছে। বিচারপতিরা বস্তিবাসী, দাস শ্রমিক, রাজমিস্ত্রী, হাজতবাসকারী, ধর্ষণের শিকার, শিশু এবং এমনকি সমষ্টিগত অধিকারের পক্ষে সংগ্রামরত শ্রমিকদের পক্ষে তৃতীয় পক্ষকে রিট আবেদন পেশ করতে উৎসাহিত করেছেন। অনেক সময় আদালত সত্যানুসন্ধানে সাহায্য করার জন্য রাষ্ট্রীয় রায়ে তৃতীয় পক্ষের আবেদনকারী নিযুক্ত করেছে ।

সারণী ৮.১ ঃ জনস্বার্থ মামলা এবং সাম্যবাদী মূল্যবোধ

ক্রমিক	যুগান্তকারী রায়	সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়/ উচ্চ ন্যায়ালয় কর্তৃক উত্থাপিত সাম্যবাদী বিষয় (তারিখ সহ)
সংখ্যা	নভেম্বর ১৯৮০	আদালত কর্তৃক বাড়ীর মালিকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভাড়াটিয়াদের অধিকার রক্ষা।
২.	ডিসেম্বর ১৯৮২	কোনো কারখানা বন্ধের আগে শিল্প শ্রমিকদের বক্তব্য শোনার অধিকার প্রদান।
৩.	ডিসেম্বর ১৯৮৩	হরিয়ানায় ঠিকাদারদের দ্বারা বেআইনিভাবে আটক করা দাস শ্রমিকদের মুক্তিদান।
৪.	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯	ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার শিকার দরিদ্র মানুষদের ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান।
৫.	সেপ্টেম্বর ১৯৯২	মন্ডল কমিশন রিপোর্টের স্বপক্ষে রায় দেওয়া হয় এবং সামাজিক এবং শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীগুলির জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়। সরকারকে তফশিলী জাতি/উপজাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত 'স্বচ্ছল স্তর' চিহ্নিত করতে বলা হয় যাতে তারা কর্মক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ না করতে পারে।
৬.	জুলাই ৩০, ১৯৯২	বিশেষ শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাত দূর করতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত বৃত্তিমূলক কলেজগুলিতে মাথাপিছু কর ধার্যের বিরুদ্ধে আদেশ দেওয়া হয়।
৭.	১৯৯৩	আতঙ্কবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হজরতবাল মসজিদে আটক নির্দোষ মানুষদের অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়।

সূত্র ঃ ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় কর্তৃক নির্ধারিত গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ মামলা

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৬

সাম্যবাদী মূল্যবোধ রক্ষার্থে, বিশেষতঃ দরিদ্র এবং কম সুবিধেভোগী মানুষের স্বার্থ রক্ষার্থে, জনস্বার্থ মামলার মধ্যে দুটিকে চিহ্নিত করুন।

৮.৪. শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্যবাদী মূল্যবোধ

শিক্ষার সঙ্গে সাম্যবাদের নিবিড় যোগ আছে। শিশুর বিদ্যালয়ে প্রবেশের সময় থেকেই যদি তার মধ্যে আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়ের মত সাম্যবাদী মূল্যবোধগুলি জাগ্রত করা না যায় তবে তার ভারসাম্যসহ বিকাশ ঘটবে না। শিশুদের সংবেদনশীল মনে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে এই বোধগুলির অনুপ্রবেশ ঘটানো শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে আপনাদের সর্বাপেক্ষা মহৎ কর্তব্য। বিদ্যালয়ে এমনকি যে গ্রাম এবং মহল্লায় আপনারা বসবাস করেন সেখানে সাম্যবাদী আদর্শ সম্পর্কে শিশুদের সামনে সঠিক উদাহরণ তুলে ধরা আপনাদের কর্তব্য। সমাজে আপনাদের আদর্শকে অনুকরণীয় মনে করা হয়। এবং একমাত্র আপনারাই পারেন ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের মাতাপিতাদের ও আপনার প্রতিবেশীদের মনে এই ধারণাগুলি গেঁথে দিতে। আমরা এ বিষয়ে সচেতন যে এটি আপনাদের সামনে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জস্বরূপ। কিন্তু আমরা নিশ্চিত আপনারা সমাজকে তলিয়ে যেতে দেবেন না। সাম্যবাদী সমাজের ভবিষ্যত সার্বিকভাবে আপনাদের উপরই বর্তায়।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৭

আপনার ছাত্র-ছাত্রীদের মনে সাম্যবাদী মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে নিজের কি জাতীয় ভূমিকা আছে বলে আপনি বোধ করেন। আপনার উত্তর ৪ থেকে ৫টি বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

৮.৪.১. শিক্ষাসূচীতে সাম্যবাদী উপাদান

যদি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষাসূচী সংক্রান্ত পরিকল্পনা কার্যে যুক্ত থাকার অবস্থানে থাকেন অথবা শিক্ষক/শিক্ষিকা

হিসাবে সরকার অথবা আপনার পরিচালন সমিতি আপনার কাছ থেকে কোনো পরামর্শ আহ্বান করেন সেক্ষেত্রে আমরা আপনাকে কিছু কিছু সূত্র দিচ্ছি যাতে আপনি নিজের বক্তব্য নিম্নলিখিত উদাহরণগুলির সাহায্যে প্রস্তুত করতে পারেন।

সারণী ৮.২. বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাসূচী

স্তর/উদ্দিষ্ট দল		প্রস্তাব
শিশুস্তর	(ক)	শিশুদের উপযোগী কিছু ছড়া/গান তৈরী করুন যাতে উচ্চ অথবা নীচ জন্ম, ধর্ম, জাতি বা সামাজিক অবস্থান নিরপেক্ষে ভগবান সকল শিশুকে ভালবাসেন এই প্রতিপাদ্য বিশেষভাবে তুলে ধরা যায়।
	(খ)	ঘরে বসে অথবা ঘরের বাইরের জন্য কিছুর খেলার আয়োজন করুন যা শিশুদের মনে সাম্যের ভাবের জন্ম দেবে। (উদাহরণস্বরূপ খোখো, লুকোচুরি)
	(গ)	সমস্ত শিক্ষক/শিক্ষিকাকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে যে তারা যেন সব শিশুকে সমান নজরে দেখেন, (সে গ্রাম প্রধান, বিধানসভার সদস্য, লোকসভার সদস্য অথবা যে কোনো সাধারণ নাগরিকের সন্তানই হোক না কেন) বিশেষতঃ বিদ্যালয়ে আসা এবং যাওয়ার সময়ের ব্যাপারে।
প্রাথমিক স্তর	(ক)	কিছু রচনা পরীক্ষা নেওয়া এবং গল্প মনোনীত করা উচিত যা জাতি বর্ণ ও সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি নিরপেক্ষে সমস্ত স্তরের মানুষের মনে একতার বোধ সঞ্চারিত করে।
	(খ)	মেধাবী শিশুদের উৎসাহিত করার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল শিশুরা যাতে নিরুৎসাহিত হয়ে না পড়ে তার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কার্যকরী উন্নতির ক্ষেত্রে তাদের উৎসাহিত করা যেতে পারে।
মধ্যস্তর	(ক)	পাঠ্যসূচীতে এমন কিছু পাঠ্যবই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা পরধর্ম সহিষ্ণুতা এবং বিভিন্ন অংশ ও অবস্থানের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানবোধ প্রচার করবে।
	(খ)	কিছু দলগত কার্যক্রম পরিকল্পনা করা যেতে পারে যা বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় গড়ে তোলে।
মাধ্যমিক স্তর	(ক)	কিছু পাঠ্যপুস্তক অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা আয়তন এবং জনসংখ্যা নিরপেক্ষে বিভিন্ন জাতীয় ভিত্তিক রাষ্ট্রগুলির সমতার কথা ঘোষণা করে।
	(খ)	কিছু কিছু দলগত কার্যক্রম (যেমন পূর্ণাঙ্গ অথবা একাঙ্ক নাটক) পরিকল্পনা করা যেতে পারে যা বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার বোধ গড়ে তুলবে। দলগুলিকে সুসামঞ্জস্যভাবে ভাগ করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন যাতে পারদর্শী এবং কম ক্ষমতা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীরা দুই দলে সমভাবে বন্টিত হয়।
উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর	(ক)	সাম্যবাদী মূল্যবোধ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ গড়ার একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে পাঠদান করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক সেবা কার্য/বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম এবং দুঃসাহসিক অভিযানে সংযুক্ত করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প এবং ঘরের বাইরের কার্যাবলী পরিকল্পনা করতে হবে। (এন সি সি/এন এস এস এর মাধ্যমে)।

৮.৪.২. শিক্ষাদান-শিক্ষালাভ প্রক্রিয়ায় সাম্যবাদী পদ্ধতি

শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে যেহেতু আপনারা বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন, সেহেতু কিছু নতুন নির্দেশিকা আমরা আপনাদের বিবেচনার জন্য উপস্থিত করছি যা এই প্রক্রিয়ায় অনুসরণ করা যেতে পারে।

অনুসরণযোগ্য নির্দেশিকা

প্রথমতঃ আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনার শ্রেণীতে কিছু মেধাবী, কিছু স্বাভাবিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং কিছু কম ক্ষমতা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রী থাকে। শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে আপনাকে এমন নীতি পরিকল্পনা করতে হবে যা উপরোক্ত তিনটি দলের ছাত্র-ছাত্রীদেরই উপযোগী।

দ্বিতীয়তঃ একটি বিশেষ দলের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে এমন কোনো ভুলবোঝাবুঝি তৈরী হওয়ার সুযোগ দেবেন না যাতে মনে হতে পারে যে আপনি একটি বিশেষ দলকে আরেকটি দলের বিপরীতে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখছেন।

তৃতীয়তঃ আপনি যখনই শ্রেণীর অভ্যন্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো দলগত কাজ করতে দেবেন তখন একটি বিশেষ দলকে বেশীভাবে চোখের সামনে তুলে ধরবেন না। গভীর বিচার বিবেচনা করে দলনেতা/নেত্রী নির্বাচন করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎকর্ষ ও সংখ্যা মাথায় রাখতে হবে এবং অবশ্যই কোনো ধরণের পক্ষপাতিত্ব করাও চলবে না।

চতুর্থতঃ ছাত্রছাত্রীদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার সময় অথবা ঘরের বাইরের কার্যাবলী সংগঠনের ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে যে সকলে যেন বিদ্যালয়ের ব্যাজসহ সাধারণ ইউনিফর্ম পরিধান করে এবং আপনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য সমানভাবে বন্টিত হয়।

সর্বশেষে, আপনি যদি কোনো শ্রেণী-পরীক্ষা গ্রহণ করেন তাহলে পরীক্ষার ফলাফল প্রদর্শনের সময় পরীক্ষায় ভাল না করা ছাত্র-ছাত্রীদের অপমান করবেন না। বরঞ্চ কিছু অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়ার মাধ্যমে তাদের আরো উন্নতি করার জন্য উৎসাহিত করবেন। আপনি এমনকি দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল সংশোধনে সহায়তা করার দায়িত্ব ভাল ফল প্রদর্শনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের উপর ন্যস্ত করতে পারেন যারা বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহমর্মী ব্যবহারে সক্ষম। আপনার উদ্যোগই আজকের দুর্বল অথবা ব্যর্থ ছাত্র-ছাত্রীদের আগামীকালের বিদ্যালয় পরিত্যাগের স্রোতে নিমজ্জিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

আপনাদের পাঠ্যবস্তু থেকে উদাহরণ সহযোগে উপরোক্ত নির্দেশিকাটিকে প্রাঞ্জল করা যেতে পারে।

পঞ্চায়েতীরাজ অথবা সমষ্টি উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষাদানকালে আপনি বিভিন্ন মানের ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রাখতে পারেন এবং বিষয়টি বিভিন্ন পদ্ধতি/পন্থা ব্যবহার করে আলোচনা করতে পারেন।

সারণী ৮.৩. ঃ পঞ্চায়েতীরাজ এবং সমষ্টি উন্নয়ন সংক্রান্ত শিক্ষা

ছাত্র-ছাত্রী বিভাগ	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
ভাল ফল অর্জনকারী	বক্তৃতা দেওয়ার পদ্ধতি এবং তৎসহ প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে মিথস্ক্রিয় কারিগরী।
গড় ফল অর্জনকারী	বক্তৃতা দেওয়ার পদ্ধতি এবং তৎসহ চিত্রলিপি ব্যবহার এবং মডেল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদর্শন।
খারাপ ফল অর্জনকারী	বক্তৃতা দেওয়ার পদ্ধতি এবং তৎসহ বহুমুখী প্রচার সমাহার (ছাপা, শ্রাব্য-দৃশ্য এবং ক্ষেত্র পর্যটন আয়োজন করা।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৮

নিজস্ব বিভাগ থেকে একটি বিষয় বেছে নিন এবং নির্দেশিকার ভিত্তিতে সেই বিষয় শিক্ষণের জন্য ব্যবহার্য পদ্ধতি প্রস্তাব করুন।

৮.৪.৩. সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সাম্যবাদী মূল্যবোধ

আপনি সমাজের মতামত নির্মাতা নিঃসন্দেহে আপনি আপনার নিকট সান্নিধ্যে বসবাসকারী মানুষকে সাম্যবাদী

মূল্যবোধের উপযোগিতা বিষয়ক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ আপনি স্থানীয় সভাগৃহ অথবা সাধারণ দেখাসাক্ষাতের জায়গায় সামাজিক ও আর্থিক সমতার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে পারেন। আপনি অবশ্যই অস্পৃশ্যতার নোংরা দিকটি সকলের সামনে তুলে ধরবেন। বন্ধুত্বপূর্ণ পন্থায় আপনি আন্তর্জাতিক এবং আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ বিষয়ে যুবক যুবতীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের প্রতি সুব্যবহার এবং আপনার সততা সম্পর্কে সমাজ উচ্চাশা পোষণ করে।

৮.৪.৪. বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমে সাম্যবাদী পদ্ধতি

শিক্ষক শিক্ষিকা হিসাবে আপনি ভালো করেই জানেন যে আমাদের সমাজের দুষ্ট ক্ষতগুলির বেশিরভাগই দূর করা সম্ভব যদি দেশের কয়েক কোটি বয়স্ক নিরক্ষরকে সাক্ষর করা যায়। শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে এই লক্ষ্যে আপনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আপনি ব্যক্তিগতভাবে বঞ্চিত মানুষদের মহল্লায় গিয়ে বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলাদের সান্ধ্যকালীন ক্লাসে যোগ দিতে উৎসাহিত করতে পারেন। আপনি তাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উৎসাহদায়ক ব্যবস্থার কথা বলতে পারেন। যেহেতু গ্রামের বেশির ভাগ নিরক্ষর মানুষই সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত , সেহেতু সার্বিক শিক্ষা কার্যসূচীর সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে আমাদের দেশ অসাম্য এবং আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচারের অনুপস্থিতির সমস্যা সার্থকভাবে মোকাবিলা করতে পারে। গ্রাম অথবা মহল্লার অন্যান্য যুবক যুবতীকে এই কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করা আপনার সাহসী উদ্যোগ এবং প্রত্যয় উৎপাদনকারী ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল।

৮.৫. সারসংক্ষেপ করা যাক

এই রচনায় প্রাথমিকভাবে আমরা ভারতীয় সংবিধানে বিশেষতঃ মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশাত্মক নীতি পরিচ্ছদদ্বয়ে, সাম্যবাদী মূল্যবোধ যে ভাবে সংকলিত হয়েছে তা বর্ণনা করেছি। এও আমরা বিশদভাবে উল্লেখ করেছি যে কিভাবে জনস্বার্থ মামলা আমাদের মাতৃভূমির দরিদ্রতম মানুষের বুকে আশার আলো জাগিয়ে তুলেছে। সর্বশেষে, আমরা শিক্ষাসূচী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সাম্যবাদের তাৎপর্য এবং বাস্তব শিক্ষাদান-শিক্ষালাভ প্রক্রিয়ায় তার প্রাসঙ্গিকতারও মূল্যায়ন করেছি। আমরা এও দেখেছি যে কেমন করে সাম্যবাদী মূল্যবোধকে সার্বিকভাবে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের মনে প্রোথিত করা সম্ভব।

৮.৬. আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ঃ সূত্র

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ১

পশুপালনের স্তরে পুরুষ এবং মহিলারা আপেক্ষিকভাবে সাম্যের পরিবেশে বসবাস করত এবং মানব সমাজ মোটামুটি লোভ এবং হিংসা মুক্ত ছিল। বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান ছিল।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ২

যে সমাজে সমস্ত প্রকার সাম্য সুনিশ্চিত করা হয় তা নিশ্চিতরূপে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য ন্যায়বিচারের উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৩

রাজনৈতিক ন্যায়ের অর্থ হলো রাজনৈতিক জীবনে সুযোগের সমতা। উদাহরণ স্বরূপ ভোট দানের অধিকার এবং নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অর্থনৈতিক ন্যায়ের অর্থ সমাজের সকল স্তরের মানুষের জীবন ধারণের মান উন্নতির জন্য সম সুযোগের ব্যবস্থা করা।

সামাজিক ন্যায় সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে সমস্ত ধরণের বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৪

১. ধারা ১৪

২. ধারা ১৭
৩. ধারা ১৫
৪. ধারা ২৩ এবং ২৪

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৫

(ক) রাষ্ট্র (৩৯ নং ধারা অনুসারে) অতি ক্ষুদ্র সংখ্যক মানুষের হাতে সম্পদের কেন্দ্রীভূত হওয়াকে ন্যূনতম স্তরে নামিয়ে আনার জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাবে।

(খ) কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি (৪২ নং ধারা অনুসারে) কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের শোষণ রোধে এবং দুঃসহ পরিবেশে শিশু শ্রমিক নিয়োগের বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৬

জনস্বার্থ মামলায় সর্বোচ্চ আদালত ও উচ্চ আদালতগুলি প্রায়শঃই সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা শ্রেণী ও দুর্বলতর অংশগুলি যেমন মহিলা, শিশু এবং দাসশ্রমিকদের সপক্ষে রায়দান করেছেন।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৭

শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে অথবা শিক্ষক-প্রশিক্ষক হিসাবে কোনো ব্যক্তি শিশুদের মনে সাম্যবাদী মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। শিশুমনকে যে কোনো ছাঁচেই ঢালাই করা সম্ভব।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা করুন ৮

এই পাঠে সংকলিত উদাহরণগুলির ভিত্তিতে নিজস্ব পদ্ধতি গড়ে তুলুন।